আপনার প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৬০ (সাপ্তাহিক) • ১১ জুন ২০২১ থেকে ১৭ জুন ২০২১ • ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা Year — 17, Volume — 60 (Weekly) • 11 JUNE, 2021 – 17 JUNE, 2021 • Friday • Rs. 3.

মোদি হঠাও, ডাক মমতার

আন্দোলনরত কৃষকরা চান, দেশের দায়িত্ব নিন বাংলার অগ্নিকন্যা

বিজেপি-বিরোধী সব মুখ্যমন্ত্রীকে একজোট হওয়ার আহ্বান মমতার

- ভারতের কৃষকদের প্রধান শত্রু বিজেপি।
- কৃষক স্বার্থবিরোধী বিজেপিকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে উৎখাত না করা পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।
- এটা একটা যৌথ পরিবার। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করব।
- আমি আর কিছু করতে চাই না, শুধু মোদিজিকে সরাতে চাই।

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : দেশজুড়ে মোদি বিরোধী সংগ্রামে প্রধান মুখ 'বাংলার মেয়ে' দেশনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

টানা ছয় মাস ধরে উত্তর ভারতের সাত রাজ্যের কৃষকরা সংঘবদ্ধভাবে দিল্লিতে লাগাতার ধরণা চালিয়ে যে আন্দোলন শুরু করেছেন সেই লড়াইয়ের নেতারা কলকাতায় ছুটে এলেন। নবান্নে গিয়ে দেখা করলেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে। জানিয়ে দিলেন, দেড়জুড়ে কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে বিজেপির বিরুদ্ধে যে লড়াই শুরু হয়েছে সেখানে মোদিকে হটাতে বাংলার অগ্নিকন্যাই একমাত্র প্রধান সেনাপতি। আর স্বয়ং দেশনেত্রী কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে দেশের সমস্ত বিরোধী দলগুলিকে জোটবদ্ধ করে মোদিকে কেন্দ্র থেকে হঠানোর ডাক দিলেন। দেশের সমস্ত অবিজেপি মুখ্যমন্ত্রীদের মঞ্চ গড়ার পাশাপাশি ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে মোদিকে সরানোই যে এই মুহূর্তে তাঁর প্রধান লক্ষ্য, তা স্পষ্ট করে দিলেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী। নবান্নে কৃষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর জননেত্রী স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন, "ভারতের কৃষকদের প্রধান শত্রু বিজেপি। কৃষক স্বার্থবিরোধী বিজেপিকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে উৎখাত না করা পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।" গত কয়েক মাসের লড়াই দিয়ে উত্তরভারতের চাষীরা প্রমাণ করেছেন উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, হরিয়ানা, উত্তরাখণ্ড ও পাঞ্জাবে কৃষকজোটের যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। কৃষক সংযুক্ত মোর্চার এই আন্দোলন যে শুধুমাত্র পাঞ্জাব, হরিয়ানা নয়, গোটা দেশের বলে জানিয়ে দিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বলেছেন, "কৃষকরা দেশের সব প্রান্তে রয়েছেন। আমরা সবাই মিলে যদি একসঙ্গে ওঁদের সঙ্গে থাকি, তাহলে সেটা ভালো হবে।" হিটলারি কায়দায় বুলডোজ করে দিল্লিতে গেরুয়া পার্টির জনবিরোধী একটা সরকার চলছে। বস্তুত একের পর জনবিরোধী সিদ্ধান্তের জেরে দেশ বিক্রি করার পাশাপাশি পর পর কৃষক বিরোধী আইন ও সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বিজেপি সরকার। তৃণমূলনেত্রী তাই জনবিরোধী কেন্দ্রীয় সরকারকে কড়া বার্তা দিয়ে বলেছেন, "এভাবে কোনও দেশ চলতে পারে না। সাত বছর ধরে বিজেপি কেন্দ্রীয় সরকার চালাচ্ছে। সেটা কেবলমাত্র খবরদারি করার জন্য। জবরদস্তি করার জন্য। কালা আইন নিয়ে আসার জন্য। কৃষকদের হত্যা করার জন্য। শিল্প বন্ধ করে বেকারত্ব বাড়ানোর জন্য। কেন্দ্রের এই বিজেপি সরকার শুধুমাত্র কৃষক বিরোধী নয়, জনবিরোধী।"

কেন্দ্র থেকে মোদিকে হটানোর জন্য তিনি কি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন, প্রশ্নের উত্তরে জননেত্রী জানিয়েছেন, "আমি নেতৃত্ব দিতে চাই না। কারণ এটা একটা যৌথ পরিবার। আমরা সবাই মিলে একসঙ্গে কাজ করব। আমি আর কিছু করতে চাই না, শুধু মোদিজিকে সরাতে চাই।" পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের আগে 'নো ভোট ফর মোদি' প্রচারে এসেছিলেন কৃষক নেতারা। এমনকী নন্দীগ্রামে গিয়েও প্রচার করেছিলেন তাঁরা।

দুয়ের পাতায়

নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কৃষক আন্দোলনের নেতা রাকেশ টিকায়েত।

কৃষক ভাতা দ্বিগুণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : কথা দিয়ে কথা রাখেন তিনি। আগেও বারবার দেখিয়েছেন তিনি। জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবার দেখালেন কেন তিনি জনপ্রিয়, তিনি কতটা মানবিক। তাই নতুন সরকার গঠনের এক মাসের মধ্যেই দলীয় ইস্তাহারের প্রতিশ্রুতি পূরণ করলেন তিনি। কার্যত আবারও নজির গড়ল মা-মাটি-মানুষের সরকার। সারা দেশে প্রকৃত অর্থেই 'কৃষক বন্ধু' সরকার এখানেই।

কারণ, এভাবে কেউ কখনও কৃষকদের পাশে দাঁড়ায়নি, কৃষকদের কথা ভাবেনি। কৃষকদের সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দ্বিগুণ করে দিলেন তিনি। নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে সহায়ক অর্থের পরিমাণ বাড়ানো হবে। প্রান্তিক কৃষকদের বার্ষিক ১০ হাজার টাকা করে সাহায্য দেবে রাজ্য সরকার। সেই সহায়তা মূল্য বাড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন রাজ্য মন্ত্রিসভা। একইসঙ্গে ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত তিন জেলায় বীজতলা তৈরির জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। নোনা জলে বহু জমি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই লবণাক্ত মাটিতে চাষের জন্য বিশেষ ধরনের ধানের বীজ থেকে চারা তৈরি করে তা কৃষকদের দেওয়া হবে।

এছাড়াও যশ পরবর্তী উপকূল বাংলায় দ্বিতীয় কটালের আগেই কৃষকদের ক্ষতি মেটাতে আরও উপযোগী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জমিতে নোনা জল ঢুকে যাওয়ায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে চাষের জমি। কিভাবে সেইজমিতে চাষকরা যায়, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতেও নির্দেশ দেন কৃষি দফতরকে। এর জন্য স্বর্ণ ধান প্রকল্প কাজে লাগানোর নির্দেশ দেন। এদিন রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই তিনটি জেলার ৯২০ একর জমিতে বীজতলা তৈরির জন্য ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা খরচ করবে রাজ্য সরকার। এই বীজতলায় লবণাক্ত জমিতে চাষ করার মতো ধানের চারা তৈরি করা হবে। নবান্ন সূত্রে খবর, এই ৯২০ একর জমির মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরের ৩০০ একর, উত্তর ২৪ পরগনার ৩০০ একর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩২০ একর জমিতে যে বীজতলা তৈরি করা হবে, তার জন্য রাজ্য খরচ করবে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। কৃষি দফতর সূত্রে খবর, এই লবণাক্ত জমিতে চাষ করার জন্য বিশেষ ধরনের ধানের বীজ বা চারার প্রয়োজন হযবে। তাই নোনা সুবর্ণ, নোনাশ্রী, প্রতীক্ষা, ধীরেন, রাজেন্দ্র, ভাগ্যবতী, রুপশাল ধরনের বীজের প্রজাতি ব্যবহার করা হবে।

কৃষকদের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কৃষি ও অনুসারী ক্ষেত্রে বাজেট প্রায় পাঁচ গুণ বাড়িয়েছে রাজ্য সরকার। তৃণমূল রাজ্য ক্ষমতায় আসার পাঁচ বছরের মধ্যেকৃষক পরিবারের গড় আয় প্রায় ৬৩ শতাংশ বেড়েছে বলে নির্বাচনী ইশতেহারে জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

দুয়ের পাতায়

প্রান্তিক কৃষকদের বার্ষিক ১০ হাজার টাকা করে সাহায্য দেবে রাজ্য সরকার

বিজেপি দলটা করা যায় না

সাফ কথা মমতার

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান সপুত্র মুকুল রায়ের

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশের চল্লিশ দিনের মাথায় বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মুকুল রায়কে তৃণমূল কংগ্রেসে ফিরিয়ে মোদি-শাহকে বড় ধাক্কা দিলেন দেশনেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এক সময় তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী মুকুলকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "মুকুল কখনই ভোটের মুখে দল ছেড়ে গিয়ে তৃণমূলের সঙ্গে গদ্দারি করেনি। তৃণমূলে ফিরেও মুকুল মানসিকভাবে শান্তি পেল। ওখানে খুবই অশান্তিতে ছিল। নানারকম এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখিয়ে, চাপে রাখা হয়েছিল।" স্বপুত্র শুভ্রাশুকে নিয়ে ঘরে ফিরে আসা মুকুল সম্পর্কে জননেত্রীর প্রকাশ্যেই মূল্যায়ন, "ওল্ড ইজ অলওয়েজ গোল্ড। মুকুল আগে যে দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতেন এখনও তাই করবেন।"

৪৪ মাস আগে ২০১৭ সালে যখন তিনি তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন তখন ছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, সাংগঠনিকভাবে দলে মমতার পরেই। এদিন দলে ফিরে এসে নেত্রীর নির্দেশে প্রথমেই নিজের কথা বলেন স্বয়ং মুকুল রায়। কিছুটা আবেগরুদ্ধ হয়ে বলেন, "এটা ভেবেও ভাল লাগছে যে, বাংলা আবার তার নিজের জায়গায় ফিরবে। আর এই ফেরার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন, তিনি আমাদের সকলের নেত্রী, ভারতবর্ষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

> বিজেপি দলটা করা যায় না। তৃণমূলে ফিরেও মুকুল মানসিকভাবে শান্তি পেল। ওখানে খুবই অশান্তিতে ছিল। নানারকম এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখিয়ে, চাপে রাখা হয়েছিল।
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

তবে কেন তিনি বিজেপি ছাড়লেন, তা নিয়ে খুব বেশি কিছু বলেননি এই প্রবীণ নেতা। শুধু বলেন, "বিজেপি করতে পারলাম না। করব না। তাই পুরনো দলেই ফিরে এলাম। বাকি বিস্তারিত কারণ লিখিত ভাবে সময়েই জানাব।" বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি পদে থাকা মুকুল রায়কে উত্তরীয় পরিয়ে তৃণমূলে স্বাগত জানান দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ছিলেন দলের মহাসচিব ও শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দলের রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুব্রত বক্সি। গেরুয়া শিবির ছেড়ে তৃণমূলে ফেরা নিয়ে মুকুল রায়ের বক্তব্য, "বিজেপি করতে পারলাম না। করব না। সেই কারণেই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমার পুরনো ঘরে ফিরলাম। আর এখন যা পরিস্থিতি তাতে কেউ বিজেপিতে থাকবে না।" ঠিক হয়েছে এবার থেকে আগের মতো রোজ তৃণমূল ভবনে বসবেন মুকুল। এর মধ্যেই সাংগঠনিক পর্যালোচনা কমিটি থেকে বুথস্তর পর্যন্ত এক মাসের সমস্ত কমিটি গঠনের কাজ সেরে ফেলার নির্দেশ দলকে দিয়েছেন মমতা। মুকুলের এই প্রত্যাবর্তন দল কীভাবে নেবে,

দুয়ের পাতায়

তৃণমূল ভবনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুকুল রায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিপদে বিজেপি নেই

ক'দিন মাত্র আগের ঘটনা। ভিনরাজ্য থেকে বাংলায় ঢুকে বিজেপি নেতারা বাঙালির জন্য কতই না কান্নাকাটি করেছে। বাঙালির জন্য তাঁদের সে কী দরদ! বিধানসভা ভোটের প্রচারে বিজেপির বড়-মেজ নেতাদের বাঙালি মন জয়ে সেই 'অভিনয়' কেউ ভুলে যায়নি। বিধানসভা নির্বাচনে বিরাট পরাজয়ের পর বিজেপি নেতারা উধাও। তাঁদের আর বাঙালিকে দেখার দায়িত্ব নেই? কোথায় তাঁরা এখন। অর্থাৎ, স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যেনতেনপ্রকারেণ তৃণমূল কংগ্রেসকে হারিয়ে রাজ্যের ক্ষমতা দখলই ছিল বিজেপির আসল উদ্দেশ্য। তাঁদের সেই ছল বাঙলার মানুষ ধরে ফেলেছে। নির্বাচনের পরপরই বাংলায় আছড়ে পড়েছে বিরাট প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস' সরাসরি আঘাত না হানলেও, তার ভয়ঙ্কর প্রভাবে বিপর্যয় ঘটেছে বাংলার উপকূলবর্তী অঞ্চলের গ্রামগুলিতে। বিপর্যয় মোকাবিলা ও বিপর্যস্ত মানুষকে ত্রাণ সরবরাহ, পরিকাঠামো পুনর্গঠনে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকার সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেই সময় রাজ্যের বিরোধী দল বিজেপি মানুষের জন্য কাজে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত আছে। বিজেপির বড়-মেজ নেতাদের, যাঁরা ভোটের জন্য দিল্লি থেকে কলকাতা ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করেছেন দেড়মাস আগেও, তাঁরা বাংলার পথ ভুলে গিয়েছেন। ছোট নেতারা ঠান্ডা ঘরে বসে শাসক দলকে আক্রমণ করছে আর হিংসার অভিযোগ তুলছে। অথচ যেখানে বিজেপি জিতেছে হিংসা সেখানেই হচ্ছে। যে বিজেপি ক'দিন আগে 'সোনার বাংলা' গড়ার কথা বলছিল, তারা এখন বাংলার মাটির কথাই ভুলেছে। ইয়াস ঘূর্ণি ঝড়ের প্রভাবে অতিভারী বৃষ্টি, ঝড়ো হাওয়া, কটালের জলোচ্ছাসে বিপর্যস্ত দক্ষিণবঙ্গের বিপুল এলাকা। ১৫ লক্ষের বেশি মানুষকে নিরাপদস্থানে সরিয়ে নেওয়ায় প্রাণহানি রোখা গিয়েছে, কিন্তু ফসলের প্রচুর ক্ষতি হয়েছে। লোনাজল ঢুকে ক্ষতি হয়েছে চাষের জমির, মাছচাষের। বহু বাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। বহু ঘরবাড়ি ভেঙে গিয়েছে বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন ও জীবিকা বিপন্ন। এই সময় সীমিত ক্ষমতার মধ্যে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন তা অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু মানুষের বিপদের দিনে বিজেপি পাশে নেই। তারা জননেত্রীর কাজে সহযোগিতা না করে বিরোধিতা করছে। তারা আসলে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা তাঁর সরকারের বিরোধিতা করছে না, তারা আসলে বাংলার মানুষের বিরোধিতা করছে। ইয়াস বিপর্যয়ের পর ত্রাণ ও পুনর্গঠনে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এক হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। কেন্দ্রের কাছে ২০ হাজার কোটি টাকা হয়েছে ত্রাণ ও পুনর্গঠনের জন্য। বাংলার কোনও বিজেপি নেতা, যাঁরা দু'দিন আগে বাংলার মানুষের 'দুর্দশার' জন্য কাঁদছিলেন, কেউ কিন্তু বাংলার এই দাবিতে সুর মেলাননি। বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি জিততে পারেনি, বাংলার ক্ষমতা পায়নি ঠিকই, কিন্তু কিছু আসনে তো জিতেছে। বাংলার মানুষের কিছু অংশের ভোট তো তারা পেয়েছে। তাদের কথাও ভাবছে না আর বিজেপি। বরং জিততে না পেরে বাংলার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসার রাজনীতি শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাংলার সঙ্গে সবরকম অ-সহযোগিতার পথে হাঁটছে কেন্দ্রীয় সরকার ও কেন্দ্রের শাসক দল। বিজেপি রাজ্যে দায়িত্বশীল বিরোধীর ভূমিকা পালন করছে না। ইয়াসে ক্ষতিগ্রস্থদের স্বচ্ছভাবে ও বিনা হয়রানিতে ক্ষতিপূরণ দিতে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকার 'দুয়ারে ত্রাণ' প্রকল্প চালু করেছেন। শিবিরে ক্ষতিপূরণের আবেদন করছেন ক্ষতিগ্রস্থরা। আবেদন যাচাইয়ের পর ক্ষতিপূরণের টাকা আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি দিয়ে দেবে রাজ্য সরকার।

মোদির টিকা নীতি দেশের মানুষকে বিপদে ফেলে দিয়েছে

তীর্থ রায়

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির টিকা নীতিকে কয়েকদিন আগেই দেশের শীর্ষ আদালত অযৌক্তিক ও খামখেয়ালি আখ্যা দিয়েছে। সঠিকভাবেই সুপ্রিম কোর্ট এই কথাটি বলে। প্রধানমন্ত্রী কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে তাঁর টিকানীতি গ্রহণ করেছিলেন, সেটা একেবারেই স্পষ্ট নয়। টিকা যেখানে দেশের সবাইকে বিনামূল্যে দেওয়ার কথা, সেখানে মোদি তাঁর নীতিতে ঠিক করেছিলেন করোনার ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা ছাড়া ৪৫ ঊর্ধ্বদেরই একমাত্র সরকার বিনামূল্যে টিকা দেবে। বাকি টিকার দায় মোদি রাজ্যগুলির হাতে ঠেলে দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, ১৮ থেকে ৪৪ বছরের মধ্যে দেশের যে বিপুল জনসংখ্যা তাদের টিকা দেওয়ার দায়িত্ব মোদি ছেড়ে দিয়েছিলেন রাজ্যগুলির ঘাড়ে। রাজ্যগুলি কোথা থেকে এত টিকা পাবে, সে ব্যাপারে কেন্দ্রের কোনও পরামর্শ ছিল না। টিকার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হবে, সেই টাকাই বা রাজ্যগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করবে, সে ব্যাপারে কোনও দিশা ছিল না। এইরকম এক অদ্ভুত পরিস্থিতির বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা হয়েছিল। শীর্ষ আদালত মোদি সরকারের কাছে ব্যাখ্যা চায়, কীভাবে এই টিকানীতি তৈরি হল। টিকানীতি তৈরির সময় সরকারি আধিকারিক ও মন্ত্রীদের মধ্যে যে ফাইল চালাচালি হয়েছে, সেসবও চেয়ে পাঠিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের চাপের মুখে রাতারাতি মোদি সরকার টিকানীতিতে কিছুটা বদল এনেছে। প্রধানমন্ত্রী নিজে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে জানিয়েছেন, আগামী ২১ জুন থেকে ১৮ থেকে ৪৪ বছর বয়সীদের টিকার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার নেবে। অর্থাৎ, এদের টিকার খরচও কেন্দ্রীয় সরকারের ভাঁড়ার থেকেই যাবে।

মোদি সরকারের এই ভ্রান্ত টিকানীতির জন্যই দেশে টিকাকরণের কাজ কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে এখনও পৌঁছতে পারেনি। গোটা দেশে এখনও পর্যন্ত ২৪ কোটি টিকা দেওয়া হয়েছে। টিকার দু'টি ডোজ পেয়েছেন এমন মানুষের সংখ্যা দেশের জনসংখ্যার তুলনায় নগণ্য। অথচ বিশ্বের উন্নত দেশগুলিতে নাগরিকদের ৫০ শতাংশ টিকাকরণ হয়ে গিয়েছে। ইউরোপের সব দেশেই টিকাকরণ ৫০ শতাংশের বেশি নাগরিকের হয়ে গিয়েছে। আমেরিকাতেও তাই। এইসব দেশগুলিতে জনসংখ্যার বড় অংশকে টিকা দেওয়া গিয়েছে বলেই এইসব দেশের মানুষ এখন অনেকটাই স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে পেরেছে। মাস্ক ছাড়া প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো যাচ্ছে। ইউরোপে শুরু হয়েছে ইউরো কাপ। প্রতিদিন ২০-২২ হাজার মানুষ স্টেডিয়ামে গিয়ে খেলা দেখছেন। সবকিছুই যেন আবার আগের মতো ফিরে আসছে।

কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষের দিন কাটছে চরম আতঙ্কের মধ্যে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ দেশ থেকে যায়নি। এরমধ্যেই শোনা যাচ্ছে তৃতীয় ঢেউয়ের পদধ্বনি। বলা হচ্ছে, তৃতীয় ঢেউয়ের সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হবে আমাদের শিশুরা। কারণ, শিশুদের টিকার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। বহু দেশে ১২ ঊর্ধ্বদের টিকাদান চলছে। অথচ আমাদের দেশে এখনও ১২ ঊর্ধ্বদের টিকার ট্রায়ালই করা যায়নি। আজ যদি আমাদের দেশে টিকাকরণের কাজ কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত তাহলে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে এতটা উদ্বেগে থাকতে হত না। দ্বিতীয় ঢেউ কমছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রোজ দাবি করা হচ্ছে। সংক্রমণ যে অধিকাংশ রাজ্যে অনেকটা কমে গিয়েছে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু, এখনও মৃত্যুর সংখ্যা কমেনি। গোটা দেশে রোজ প্রায় চার হাজার মানুষের কোভিডে মৃত্যু হচ্ছে। যতদিন না মৃত্যুর সংখ্যা শূন্যের কাছাকাছি চলে আসবে, ততদিন আমরা কোনওভাবেই বলতে পারি না, কোভিড কমে গিয়েছে। এর পর তৃতীয় ঢেউয়ের আতঙ্ক তো রয়েছেই। টিকা জানুয়ারি মাস থেকে দেশে মিলতে শুরু করেছে। এই পাঁচমাসে যত মানুষকে টিকা দেওয়া কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছিল তার এক-চতুর্থাংশও এখনও দেওয়া যায়নি। এটা সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা। প্রাথমিকভাবে সরকারের টিকানীতির মধ্যে কোনও যৌক্তিকতা ছিল না। কেন গোড়া থেকেই ১৮-৪৪ বছর বয়সীদের টিকাকরণ প্রকল্পে যুক্ত করা হয়নি, তার কোনও যুক্তি নেই। আজকের দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে অসংখ্য ৪০ অনূর্ধ্ব মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু এড়ানো যেত এই অংশের মধ্যে যদি টিকাকরণ অনেক আগেই শুরু করা যেত। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা করেনি। মে মাসে যখন ১৮-৪৪দের টিকাকরণের কথা বলা হল তখনও কেন্দ্রীয় সরকার নিজে কোনও দায়িত্ব নিল না। রাজ্যগুলি ও বেসরকারি হাসপাতালের ঘাড়ে দায়িত্ব ছাড়া হল। তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হলেও টিকার জোগানে কোনও ব্যবস্থা হল না। রাজ্যগুলিকে ও বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে বলা হল, নিজেদের মতো, নিজেদের খরচে টিকা জোগাড় করে নিতে। যা রাজ্যগুলির পক্ষে এক অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশের শীর্ষ আদালত হস্তক্ষেপ না করলে এই টিকাকরণের কাজ আরও ভয়াবহ হত। শীর্ষ আদালত হস্তক্ষেপ করায় এখন কেন্দ্র উদ্যোগী হয়েছে ১৮-৪৪ বছর বয়সীদের টিকাকরণ করতে। তবে এখনও ২৫ শতাংশ টিকাকরণ বেসরকারি সংস্থার হাতে ছাড়া আছে। কিন্তু, কেন্দ্রের উচিত দেশের সব মানুষকে বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার দায়িত্ব নিজের হাতে নেওয়া।

ভারতবর্ষের মানুষের দিন কাটছে চরম আতঙ্কের মধ্যে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ দেশ থেকে যায়নি। এরমধ্যেই শোনা যাচ্ছে তৃতীয় ঢেউয়ের পদধ্বনি। বলা হচ্ছে, তৃতীয় ঢেউয়ের সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হবে আমাদের শিশুরা। কারণ, শিশুদের টিকার আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। বহু দেশে ১২ ঊর্ধ্বদের টিকাদান চলছে। অথচ আমাদের দেশে এখনও ১২ ঊর্ধ্বদের টিকার ট্রায়ালই করা যায়নি। আজ যদি আমাদের দেশে টিকাকরণের কাজ কেন্দ্রীয় সরকার দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত তাহলে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে এতটা উদ্বেগে থাকতে হত না।

বিজেপি-বিরোধী সব মুখ্যমন্ত্রীকে একজোট হওয়ার ডাক

একের পাতার পর

আগামী বছর উত্তরপ্রদেশ-সহ পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা ভোট রয়েছে। সেখানে গিয়েও একইভাবে মোদি-বিরোধী প্রচার শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন কৃষকনেতা রাকেশ টিকায়েত। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সহসভাপতি যশবন্ত সিনহা। গত কয়েক মাস ধরে দিল্লিতে অবস্থান করে কৃষক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া উত্তর ভারতের নেতারা কলকাতার এসে বাংলার তিনবারের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে জানিয়ে দিয়েছেন, 'মোদিকে হঠাতে কৃষক মঞ্চের বাজি মমতাই'। এই আন্দোলনকে আরও তীব্র এবং দেশের সমস্ত প্রান্তে ছড়িয়ে দিতে কৃষক আন্দোলনের নেতারা যে বাংলার অগ্নিকন্যার উপরেই ভরসা করছেন তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে রাকেশের বক্তব্যে। তিনি জানিয়েছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষমতা সবাই দেখেছেন। মমতাজি বাংলাকে বাঁচিয়েছেন আর এখন দেশকে বাঁচানোর দরকার।" অবশ্য কৃষকদের আন্দোলনকে সমর্থন করে জননেত্রী নবান্নের বৈঠকের পরে বলেন, "কোভিড নিয়ে কৃষকরা ভুগছে। বেকারত্ব নিয়ে শিল্প ভুগছে। গোটা হিন্দুস্থান এখন ভুখা হয়ে পড়েছে। জোর করে আইন পাস করিয়ে নিচ্ছে। আর এমন সব আইন বানাচ্ছে যাতে সমস্যা ভোগ করছে কৃষক থেকে শিল্পমহল সবাই।"

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটে মোদি-শাহদের বিরুদ্ধে লড়াই করে বিপুল সাফল্য পাওয়া মমতার সঙ্গে দেখা করতে কলকাতার নবান্নে আসেন দিল্লিতে লাগাতার কৃষক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া শীর্ষ নেতৃত্ব। তাঁদের সঙ্গে বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী কৃষক আন্দোলনকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে পাশে থাকার বার্তা দেন। যদিও গত জানুয়ারি থেকেই তিনি দফায় দফায় দলের সাংসদদের ওই কৃষক আন্দোলনের ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছেন। ভিডিও কলে সরাসরি নিজেই কৃষকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। ভাষণও দিয়েছেন মোবাইল মারফত। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে কৃষক নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর তৃণমূলনেত্রী বলেন, "যতদিন না কৃষক আন্দোলনের দাবি পূরণ হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত আমরা সমর্থন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। দেশকে বাঁচাতে গেলে সবাইকে একসঙ্গে হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্য সরকারগুলির একটি যৌথমঞ্চ হওয়া দরকার। যদি কোনও রাজ্যকে কেন্দ্র হয়রান করে, তাহলে সব রাজ্য মিলে তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে।" ভারতীয় কিষান ইউনিয়নের নেতা রাজেশ টিকায়েত জননেত্রীকে অনুরোধ করেন কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে কেন্দ্র বিরোধী সব দলের মুখ্যমন্ত্রীদের একজোট করার। এরপরই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জানান, কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে সবার পক্ষ থেকে একটি মিলিত চিঠি তৈরি করা হবে। যাতে লোকসভা নির্বাচনের আগে অন্যদেরও সুবিধা হয়। দিল্লি সীমান্তে কৃষকদের আন্দোলনে আসার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানান তিনি। সেখানে আরেকটি মঞ্চ তৈরি করা হবে এর জন্য। মুখ্যমন্ত্রী কৃষক নেতাদের জানান, কোভিড পরিস্থিতি কাটলে এ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবেন তিনি।

কেন্দ্রের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করলে এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন, বিজেপির ভুল নীতির জেরেই দেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। মানুষ চূড়ান্ত দুর্ভোগের মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, "একদিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছি। অন্যদিকে রাজনৈতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হচ্ছি। কেউ কিছু বললেই এজেন্সি দিয়ে ভয় দেখানো হচ্ছে। এটাই এখন ওদের একমাত্র কাজ। আর কোনও কাজ নেই। এমনকী, অফিসারদেরও ভয় দেখাচ্ছে। অফিসারদের জন্য আইন বানিয়েছে। ওরা কিছু লিখতেও পারবে না। বলতে পারবে না। বুলি বন্ধ করে দিয়েছে। আগে যেমন নোটবন্দি করেছিল, এখন বুলিবন্দি করে দিয়েছে। এভাবে চলতে পারে না।" বিজেপি বিরোধী সমস্ত শক্তিকে একজোট হওয়ার ডাক দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, "বিজেপির যাঁরা পুরনো লোক আছেন, পুরনো ঘরানার মানুষ যাঁরা এবং যে সমস্ত যুবক-যুবতী বিজেপিতে গিয়েছেন তাঁরা সবাই জনবিরোধী মোদি সরকারের প্রকৃত রূপ দেখে ফিরে আসুন। সবাইকে এককাট্টা হয়ে দেশকে বাঁচাতে হবে।" বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলনের শুরু থেকেই জননেত্রী প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়ে এসেছেন। বিধানসভায় তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রস্তাব পাশ করিয়েছেন কৃষক আন্দোলন নিয়ে।

উত্তর ভারত থেকে নবান্নে ছুটে আসা কৃষক নেতারাও জানেন, কৃষকদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ সংগ্রাম ও লড়াইয়ের কথা। সেই কথা বলতে গিয়ে উঠে আসে সিঙ্গুর আন্দোলনের কথাও। তিনি বলেন, "বাংলায় কৃষক আন্দোলনের শুরু করেছি সিঙ্গুরে। জমি ফেরতের দাবিতে ২৬ দিন অনশন করেছি।" মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যে ক্ষমতায় আসার পর তিনি আইন করেছেন, জোর করে কোনও কৃষকের জমি দখল করা যাবে না। এ বিষয়ে বাংলা গোটা দেশে মডেল। অথচ, প্রায় সাত মাস ধরে কৃষকরা কৃষিবিল বাতিলের দাবিতে আন্দোলন চালালেও কেন্দ্রীয় সরকার কৃষকদের দাবি কানে না তোলায় ক্ষোভপ্রকাশ করে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "কৃষকদের আন্দোলন সাত মাস ধরে চলছে। সেই জানুয়ারি মাস থেকে। তাঁদের সঙ্গে কোনও কথা বলা হচ্ছে না। কেন বলা হচ্ছে না? এঁরা তো আমাদের দেশেরই নাগরিক। কথা বলে যদি বিল প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় তাহলে কী অসুবিধা আছে? যেটা কৃষকরাই মানছেন না, সেটা কৃষকদের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার কোনও কারণ আছে কি? অবিলম্বে এই বিল প্রত্যাহার করা হোক।"

কৃষক ভাতা দ্বিগুণ

একের পাতার পর

কোনও কৃষকের জমি এক একর বা তার বেশি হলে কৃষক বন্ধু প্রকল্পে ওই কৃষক প্রথমে পেতেন ৫ হাজার টাকা করে। পরে তা বাড়িয়ে ৬ হাজার টাকা করেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনের আগে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতো এবার তা বাড়িয়ে করা বছরে ১০ হাজার টাকা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এক একরের কম জমি রয়েছে যে সমস্ত কৃষকের, তাঁরা এতদিন কৃষক বন্ধু প্রকল্পে পেতেন বছরে ২ হাজার টাকা করে। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত হয়েছে, এই সমস্ত কৃষকরা এখন থেকে পাবেন ৪ হাজার টাকা করে।

করোনা আবহে এই প্রথমবার নবান্নের ১৩ তলার কনফারেন্স রুমে মন্ত্রিসভার বৈঠক হয়। নির্বাচনের আগে রাজ্যে এসে কৃষকদের ১৮ হাজার টাকা করে দেওয়ার যে আশ্বাস প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপি নেতারা দিয়েছিলেন, সেই টাকা দেওয়ার ব্যাপারে আর কোনও উচ্চবাচ্য শোনা যায়নি। কেন্দ্রীয় সরকার প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি চালু করলেও রাজ্যের কৃষকরা বরাবরই বঞ্চিত থেকে গিয়েছে। রাজ্য সরকার কৃষকদের নাম নির্দিষ্ট পোর্টালে নথিভুক্ত না করার জন্যই রাজ্যের কৃষকরা টাকা পাচ্ছেন না বলে কেন্দ্র অভিযোগ তুললেও তা যে ভ্রান্ত, সে কথা আগেই জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর তিনি কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রীকে চিঠি লিখেছিলেন। কিন্তু সেই চিঠির জবাব মেলেনি। তার আগে পাওয়া কৃষি মন্ত্রীর চিঠি অনুযায়ী, রাজ্যের ২১ লক্ষ ৭৯ হাজার কৃষক প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করেছেন। তার মধ্যে ১৪ লক্ষ ৯১ হাজার কৃষকের তথ্য পোর্টালে নথিভুক্ত রয়েছে। তাঁদের মধ্যে ৯ লক্ষ ৮৪ হাজার কৃষক ভাতা পাওয়ার যোগ্য। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, ১৪.৯১ লক্ষ কৃষকের নাম নথিভুক্ত করে পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এমন চিঠিতে চাপে পড়ে শেষপর্যন্ত রাজ্যের সামান্য সংখ্যক কৃষককে কিষান নিধি প্রকল্পের টাকা দেয় কেন্দ্র। যদিও এখনও পর্যন্ত রাজ্যের বেশিরভাগ চাষিই তা পাননি। মুখ্যমন্ত্রী আগেই জানিয়েছিলেন, পিএম কিষান সম্মান যোজনার থেকে অনেক ভাল বাংলার কৃষক বন্ধু প্রকল্প। যা কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অনেক আগেই তিনি শুরু করেছিলেন। যার সুবিধা রাজ্যের প্রতিটি কৃষকের কাছে পৌঁছে গিয়েছে। ১ জানুয়ারি ২০১৯ সাল পর্যন্ত রাজ্যের কৃষক বন্ধু প্রকল্পে ৩৪৫৪ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। ষাট বছরের নিচে কোনও কৃষকের মৃত্যু হলে দু'লক্ষ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে। এর জন্য খরচ করা হয়েছে প্রায় ৪১৩.৫৬ কোটি টাকা। উপকৃত হয়েছেন রাজ্যের ২০৬৭৮ টি পরিবার। এবার আরও ব্যাপকহারে বাড়ল প্রকল্পের পরিসীমা।

বিজেপি দলটা করা যায় না

একের পাতার পর

তারও একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন তৃণমূলনেত্রী। বলেছেন, "দল আমাদের অনেক শক্তিশালী। সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এসেছি মানুষের ভোটে। মুকুল আমাদের পুরনো পরিবারেরই ছেলে।" নেত্রীর নির্দেশ মেনে দলে ফেরার পরদিনই মুকুল রায় পৌঁছে গিয়েছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে। সেখানেই দলীয় সংগঠন নিয়ে দীর্ঘক্ষণ দু'জনের কথা হয়। রাজ্যের জেলা ও ব্লক ভিত্তিক নানা কর্মসূচি নিয়েও অভিষেকের সঙ্গে মত বিনিময় করেন মুকুল রায়।

মুকুল রায় যে ফিরতে পারেন তেমন জল্পনা নির্বাচনের সময় থেকেই ছিল। নন্দীগ্রামের নির্বাচনী প্রচারের সময় 'মুকুল ভাল, শুভেন্দু খারাপ' স্বয়ং তৃণমূলনেত্রীর এই ব্যাখ্যার পর বোঝা যাচ্ছিল বরফ গলছে। এমনকী, কাঁচরাপাড়া ছেড়ে মুকুলকে কেন কৃষ্ণনগরের মতো আসন দেওয়া হল, তা নিয়েও তৃণমূলনেত্রী প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছিলেন। কিন্তু, বিধানসভা ভোট ঘোষণার পর থেকেই গেরুয়া শিবিরে মুকুলকে কোনঠাসা করার প্রক্রিয়া শুরু করে বিজেপি। ভোটের ফল প্রকাশের পর গেরুয়া শিবিরের সঙ্গে দূরত্ব বাড়তে থাকে কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়কের। তা আরও সহজ হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভ্রাংশু রায়ের ব্যক্তিগত সম্পর্কে। অসুস্থ মুকুল পত্নীকে দেখতে হাসপাতালে চলে যান স্বয়ং অভিষেক। তৃণমূলের যুবনেতার এক চালে কেঁপে উঠে বঙ্গ বিজেপি থেকে শুরু করে করে দিল্লির গেরুয়া শিবিরের শীর্ষমহল। শুধু রাজ্য বিজেপির সভাপতির অভিষেক হাসপাতালে যাওয়ার ঘণ্টা খানেক পর ছুটে যাওয়া নয়, পরদিন মুকুলকে ফোন করেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু তিনি যে বিজেপি ছাড়বেন তা বুঝি ততদিনে স্থির করে ফেলেছেন একসময় নেত্রীর বিশ্বস্ত সেনাপতি। তাই ছেলেকে সঙ্গে করে সটান তৃণমূল ভবনে ফিরে দেশনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করেন। ২০১৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বিজেপিতে গিয়েছিলেন আর ৪৪ মাস পরে তিনি ফিরলেন ২০২১-এর ১১ জুন। মুকুল রায়দের তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন নাটকীয় ঘটনাক্রম হলে বিজেপি একদম কিছুই টের পায়নি। যোগদানের দিন দুপুরে প্রথমে তৃণমূল ভবনে আসেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে যান মুকুল রায় তাঁর ছেলে শুভ্রাংশু। পুরনো অফিসে ঢুকে মুকুলও খানিকটা ছিলেন নস্টালজিক। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান পুরনো সহকর্মীরাই। ঘরোয়া আলোচনায় ছিলেন সিনিয়র নেতা সুব্রত মুখোপাধ্যায়, দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। জরুরি কথাবার্তা সেরে একেবারে সাংবাদিকদের সামনে সপুত্র মুকুলকে নিয়ে আসেন জননেত্রীই। সেখানে তাঁর গলায় উত্তরীয় পরিয়ে দেনন অভিষেক। সঙ্গে তাঁর ছেলে শুভ্রাংশুকেও। পরে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "মুকুল আমাদের ঘরেরই ছেলে। ঘরে ফিরল। তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।" তৃণমূল কংগ্রেসে ফেরার পর মুকুলকে সাংবাদিকরা ফের দলবদল করা নিয়ে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলেও স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁকে আগলে রেখেছিলেন। শুরুতেই 'ঘরের ছেলে' বলে উল্লেখ করা মুকুলকে পরিচয় করিয়ে সাংবাদিক বৈঠকের সুরু বেঁধে দেন তৃণমূলনেত্রী। এমনকী অনেক প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিতে শুরু করেন। নারদা এবংসারদা-কাণ্ডের তদন্ত সম্পর্কিত প্রশ্নে মুখ্যমন্ত্রীইই সরাসরি উত্তর দিয়ে বলেন, ''মুকুলকে অনেক চমকে-ধমকে এজেন্সির ভয় দেখিয়ে রেখেছিল।'' মুকুল বিজেপি-তে যাওয়ার পরে অনেকেই তৃণমূল ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে গিয়েছিলেন। এ বার তাঁরাও কি ফিরবেন? মুকুল বলেন, ''আরও কারা কারা আসবেন সেটা আগামী দিনেই দেখা যাবে। কিন্তু বিজেপি-তে আর বেশি লোক থাকবে না।'' এ ক্ষেত্রেও জননেত্রী জানিয়ে দেন, মুকুলের সঙ্গে যাঁরা গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরতে চাইলে দল ভাববে। তবে যাঁরা বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বেশি ঝাঁঝাল আক্রমণ করেছেন বা কুরুচিকর কথা বলেছেন, তাঁদের কোনও মতেই দলে ফিরিয়ে নেওয়া হবে না। তবে দলের আপাতত কর্মসূচি সম্পর্কে বাংলার অগ্নিকন্যা ফের জানিয়ে দেন, ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটে দিল্লির ক্ষমতা থেকে মোদিকে সরানোই প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য।

মমতার নির্দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে তৃণমূল

বিজেপির সেই টুরিস্ট গ্যাং এখন কোথায়

তোপ অভিষেকের

বিজেপির ট্যুরিস্ট গ্যাং সব কোথায়? বজ্রাঘাতে মৃত ব্যক্তিদের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে ঠিক এভাবেই কেন্দ্রীয় সরকারি সাম্প্রদায়িক দলের নেতাদের সামনে প্রশ্ন রাখলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেছেন, "নির্বাচনের সময় যারা ট্যুরিস্ট গ্যাং-এর সদস্য ছিলেন তাঁরা এখন কোথায়? বহিরাগতরা আসে, বহিরাগতরা যায়। কিন্তু

> নির্বাচনের সময় যারা ট্যুরিস্ট গ্যাং-এর সদস্য ছিলেন তাঁরা এখন কোথায়? বহিরাগতরা আসে, বহিরাগতরা যায়। কিন্তু তৃণমূল সবসময় মানুষের পাশে থাকে। তাই আমাদের স্লোগান ছিল বাংলা নিজের মেয়েকে চায়।

তৃণমূল সবসময় মানুষের পাশে থাকে। তাই আমাদের স্লোগান ছিল বাংলা নিজের মেয়েকে চায়।"

সম্প্রতি হুগলি আর মুর্শিদাবাদ জেলা মিলিয়ে আরও দু-একটি জেলায় বাজ পড়ে একসঙ্গে প্রায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের জন্য সরকারি তরফে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু একবারের জন্য তাঁদের পাশে এসে দাঁড়াননি বিজেপির কোনও নেতা। গিয়েছেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের প্রতিনিধি অভিষেক। চটজলদি ক্ষতিপূরণ তুলে দেওয়ার পাশাপাশি কার চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে তা নিয়ে কথা বলেছেন। কার সন্তানের পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে হবে, করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের খবর নিয়েছেন। এর পরেই তোপ দেগেছেন।

অভিষেকের এইভাবে পাশে থাকার ছবিতেই স্পষ্ট যে, দুঃখের সময় কে পাশে থাকে। অভিষেকও তাই মনে করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের কর্তব্য। বজ্রাঘাতে যাঁরা মৃত তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। ওঁরা একটা চাকরির কথা বলছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বার্তা পাঠাবো যদি ব্যবস্থা করা যায়।" এর পরেই তাঁর তোপ, "ভোটের আগে যাঁরা ঘরে ঢুকে পাত পেড়ে খাচ্ছিলেন, সেলফি তুলছিলেন তাঁরা এখন কোথায়?"

অভিষেক বুঝিয়ে দিয়েছেন, এমন সময় আসলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই সকলের পাশে থাকেন। বলেছেন, "সারা বছর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই মানুষের পাশে থাকেন। আমরা বলি আমরা সুখের সময় মানুষের সঙ্গে থাকি না। দুঃখের সময় পাশে থাকি।" নির্বাচনের সময় থেকেই ট্যুরিস্ট গ্যাং-এর সদস্যরা যে বারবার এসেছিলেন অথচ এখন আর তাদের পাত্তা নেই, সে কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। অভিষেকের কথায়, "বিজেপি মুখে অনেক কথা বলে। কিন্তু আমরা প্রতিশ্রুতি দিলে তা রাখি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যে জানিয়েছেন সরকার তাদের পাশে আছে।" এ প্রসঙ্গে তিনি পরেরদিন হুগলির নানা জায়গায় মৃতদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে জানিয়েছেন, এ সময় কোনও রাজনীতি হবে না। কে কোন দল করে দেখার দরকার নেই। মানুষ বিপদে পড়েছেন। তাঁদের পাশে থাকতে হবে।

একইসঙ্গে এই ট্যুরিস্ট গ্যাংকে তীব্র আক্রমণ করেছেন অভিষেক তাদের সদস্যদের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্বের পরিবেশ সামলাতে না পারার জন্য। এ রাজ্যে শোচনীয় পরাজয় হওয়ার পর নিজেদের মধ্যেই গোলমাল লেগে গিয়েছে। এ তাকে দোষারোপ করছে। দলীয় বৈঠকে কেউ না কেউ অনুপস্থিত থাকছে। তা নিয়েও কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন অভিষেক। বলেছেন, "১০টা মানুষকে নিয়ে হিমশিম খায়। এরা নাকি দেশ চালাবে। এদের কোনও ক্ষমতাই নেই দেশ চালানোর।"

মুর্শিদাবাদ ও হুগলিতে বজ্রপাতে নিহতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করলেন সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সবরকম সাহায্যে পাশে থাকার বার্তাও দিয়েছেন তিনি।

বললেন মুখ্যমন্ত্রী

সুরক্ষায় অগ্রাধিকার জনমত নিয়ে বাতিল দুই পরীক্ষা

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : ছাত্রছাত্রীদের শরীর-স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় অগ্রাধিকার দিয়ে এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। তবে তা একতরফাভাবে নয়। এই ব্যাপারে নজির গড়লেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব কেমন হবে, তা স্পষ্ট দেখিয়ে দিলেন জননেত্রী। তিনি নবান্নে জানিয়েছেন, "জনমতকে গুরুত্ব দিয়েই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক না করার সিদ্ধান্ত। কীভাবে হবে পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন, তা সাতদিনের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হবে।" দেশের আর কোনও রাজ্যে পরীক্ষা নিয়ে সরকারগুলি এমন জনমত নেওয়ার কথা ভাবেনি। একই সঙ্গে পর্ষদ সভাপতি ও সংসদ সভাপতিকে বলেছেন, ছাত্রছাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধে না হয় সেই দিকে নজর রাখতে। তিনি বলেছেন, "মাধ্যমিক- উচ্চমাধ্যমিক-সিবিএসইর মূল্যায়ন যেন একসঙ্গে হয়, তা দেখতে হবে।"

করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে সংক্রমণের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল মে মাসের গোড়ায়। সংক্রমণ রোধে রাজ্য সরকার কঠোর বিধিনিষেধ জারি করে। তাতে পরবর্তীতে সংক্রমণ ও মৃত্যু কমেছে। কিন্তু তৃতীয় ঢেউ নিয়ে বিশেষজ্ঞরা উদ্বেগে রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে উদ্বেগে ছিলেন অভিভাবকরা। পরীক্ষা দুটি নিয়ে রাজ্য সরকারও এই বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে। এই কমিটি বর্তমান পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে ও মামলার কথা মাথায় রেখে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে রাজ্য সরকারের স্কুলশিক্ষা দফতরকে রিপোর্ট দেয়। রাজ্যের বিশেষজ্ঞ কমিটিতে ছিলেন শিশু অধিকার রক্ষা কমিশনের চেয়ারপার্সন অনন্যা চক্রবর্তী, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শুভশঙ্কর সরকার, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি কল্যাণময় গঙ্গোপাধ্যায়, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি মহুয়া দাস, এসএসকেএমের অন্যতম বিভাগীয় প্রধান জি কে ঢালি এবং ইনস্টিটিউট অফ সাইকিয়াট্রির প্রদীপ সাহা।

সেই রিপোর্টের পরেও জনমত চাওয়া হয় রাজ্য সরকারের তরফে। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মাধ্যমিক না হওয়ার পক্ষে জনমত দিয়েছেন ৭৯ শতাংশ মানুষ। উচ্চমাধ্যমিক না হওয়ার পক্ষে জনমত পড়েছে ৮৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২৭ মে জননেত্রী জানিয়েছিলেন, জুলাইয়ে উচ্চমাধ্যমিক এবং অগস্টে মাধ্যমিক পরীক্ষা হবে। কিন্তু এরইমধ্যে দশমের পর সিবিএসই-র দ্বাদশ এবং আইএসসি পরীক্ষাও বাতিল হয়ে যায়। পরীক্ষা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য গঠন করেছিল বিশেষজ্ঞ কমিটি। সেই বিশেষজ্ঞ কমিটি পরীক্ষা না আয়োজন করার পক্ষেই মত দেয়। করোনা আবহে ২১ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয় বলে, তা বাতিলের পক্ষে সায় দিয়েছেন তাঁরা। কারণ হিসেবে কমিটির তরফে বলা হয়, আসতে পারে করোনার তৃতীয় ঢেউ। তাতে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা আছে শিশুদের। যে বয়সের ছাত্রছাত্রীরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে তাঁদের বয়স ১৫ থেকে ১৮ বছর। ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্টের ভিত্তিতে হবে নম্বর। কীভাবে পরীক্ষার মূল্যায়ণ করা হবে তা শীঘ্র জানানো হবে। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ এই নিয়ে আলোচনা করে এক্সপার্ট কমিটিও তাতে মতামত দেবে। সিবিএসসি এই নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটা জেনে তবেই মূল্যায়ণের মাপকাঠি নির্দিষ্ট করতে বলেছেন জননেত্রী।

> জনমতকে গুরুত্ব দিয়েই মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক না করার সিদ্ধান্ত। কীভাবে হবে পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন, তা সাতদিনের মধ্যে জানিয়ে দেওয়া হবে।
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের সহযোগিতায় বাংলায় কমছে করোনা : মুখ্যমন্ত্রী

টিকা নিয়ে বিলম্বিত সিদ্ধান্তে কেন্দ্রকে আক্রমণ

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : দেশে করোনা আক্রান্ত হয়ে এই পর্যন্ত মারা গিয়েছেন ৩ লাখ ৬৩ হাজার ৭৯ জন। এই মৃত্যু মিছিল অনেক আগেই বন্ধ করা যেতো। যদি কেন্দ্রীয় সরকার সঠিক সময় সকল জনগণকে টিকাকরণের আওতায় আনতেন। লক্ষাধিক মানুষের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দেশের মানুষকে যাতে বিনামূল্যে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, এই দাবিতে প্রধানমন্ত্রীকে একাধিকবার চিঠি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু টিকাকরণের চেয়ে সে সময় একাধিক রাজ্যের নির্বাচন নিয়েই বেশি ব্যস্ত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। যার ফল শ্রুতি গঙ্গা দিয়ে ভেসে আসা শত শত মানুষের লাশ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনও কথাকেই গুরুত্ব না দিয়ে দেশের বিপদ বাড়িয়ে ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। অতি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করেছে ১৮ উর্ধ্বদের বিনামূল্যে করোনার টিকা দেওয়া হবে। রাজ্যগুলিকে কেন্দ্র টিকা পাঠাবে। এতদিন পশ্চিমবঙ্গ নিজের টাকায় ভ্যাকসিন কিনে তা সাধারণ মানুষকে দিচ্ছিল।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের টিকাকরণের জোয়ারেই আজ বাংলার করোনা সংক্রমণ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। ঠিক ১ মাস আগে বাংলার দৈনিক করোনা সংক্রমণ ছিল ২০ হাজার ১৩৬। আজ তা দাঁড়িয়েছে ৫২৭৪ এ। মৃত্যুর সংখ্যাও কমে গিয়েছে অনেকটাই। ১৩২ থেকে দৈনিক মৃত্যু এখন দু অঙ্কের সংখ্যায় নেমে এসেছে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বার্তা দেশের মানুষের জন্য যদি দ্রুত টিকা করণের ব্যবস্থা করত কেন্দ্র, তাহলে এত মৃত্যু দেখতে হতো। সম্প্রতি একটি টুইট করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে তিনি লিখেছেন, "ফেব্রুয়ারি মাসে এবং তারপর একাধিকবার আমি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে দেশবাসীকে বিনামূল্যে করোনা টিকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের স্বার্থে লড়াই করে গিয়েছি। যাতে ফ্রিতে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী আমাদের পরামর্শ শুনলেন।" কিন্তু দুঃখের খবর এই পরামর্শ শুনতে ৪ মাস সময় লাগল। কিন্তু এই ৪ মাসের দেরিতে অগুনতি মানুষ টিকার অভাবে প্রাণ হারিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, "কোভিড অতিমারীর সময়ে কেন্দ্রের উচিত ছিল প্রথম থেকেই ফ্রিতে ভ্যাকসিন দেওয়া। আশা করব টিকাকরণ কর্মসূচি সঠিক পথে এগোবে। প্রচারে জোর না দিয়ে দ্রুত মানুষকে ভ্যাকসিন দিক কেন্দ্র।"

দেশের প্রতিটি মেট্রো শহরের মধ্যে টিকাকরণে এখন ১ নম্বর স্থানে বাংলার কলকাতা। সেকারণেই বাংলায় সুস্থতার হার এই মুহূর্তে বেড়ে হয়েছে ৯৭.৮৩ শতাংশ। তৃতীয়বার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েই করোনা মোকাবিলায় জোর দিয়েছিলেন মমতা। মমতা বলেছিলেন, রাজ্যে ১০ কোটি মানুষের টিকার প্রয়োজন। সেখানে রাজ্যকে নামমাত্র ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বিদেশি বা দেশি সংস্থা দিয়ে করোনার টিকা উৎপাদন করুক কেন্দ্র। চাইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জমি দিতে প্রস্তুত। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি টিকা কিনতে চেয়ে চিঠি দিয়েছিলেন মমতা। ৪ মাস বাদে জুন মাসে প্রধানমন্ত্রী জানালেন টিকা দেওয়া হবে রাজ্যকে। এই অযথা বিলম্বিত উত্তরের ফাঁদে পরেই বিপদ নেমে এসেছে সাধারণ মানুষের।

> একাধিকবার প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে দেশবাসীকে বিনামূল্যে করোনা টিকা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে মানুষের স্বার্থে লড়াই করে গিয়েছি। যাতে ফ্রিতে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়। অবশেষে প্রধানমন্ত্রী আমাদের পরামর্শ শুনলেন।
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উচ্চতর অবস্থানে নিয়ে যাব বাংলাকে : মমতা

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : আজ থেকে এক দশক আগে বাংলায় একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের মানুষের বিপুল সমর্থন নিয়ে ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মা-মাটি-মানুষের সরকার। তিনি বাংলাকে ভালোবাসেন। বাংলার মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধা করেন। তাই তৃতীয়বার তিনি বাংলায় ক্ষমতায় ফিরে হ্যাটট্রিক করেছেন। ১০ বছর আগে ২০১১ সালে ২০ মে তিনি প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন। গঠিত হয়েছিল প্রথম মা-মাটি-মানুষের সরকার এই উপলক্ষে বৃহস্পতিবার রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে উচ্চতর বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত পাঁচ মে শপথ নিয়ে নতুন সরকারের ভার নিয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই অবস্থায় উন্নততর বাংলা গড়ার কথা বলে টুইট করেন জননেত্রী। সেখানে তিনি বলেন, "১০ বছর আগে এই দিনে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলাম। রাজ্যের উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন পথে যাত্রা করেছি। মানুষের সেবাও করেছি।"

এর পরই জননেত্রী তাঁর নতুন প্রতিশ্রুতির কথা জানান। নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েও এ প্রসঙ্গ তোলেন। ২১৩ আসনের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জিতে এসেছেন। তার জন্য রাজ্যবাসীকে আবারও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, "রাজ্যবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমার প্রতি অবিচল আস্থা এবং আশীর্বাদ করার জন্য। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমাদের বাংলাকে উচ্চতর অবস্থানে পৌঁছে দেব।"

জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মা-মাটি-মানুষের সরকার সমস্ত রকম ভাবে মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে কাজ করেছে। এরাজ্যের বাসিন্দারা গত দশ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে জানেন, কোন কোন প্রকল্পে কেমন ভাবে উন্নয়নের বীজ বুনেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাস্তা থেকে পানীয় জল। বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে সকলের জন্য খাদ্য। মা ক্যান্টিন। কৃষিজমির খাজনা মকুব করে দেওয়ার মতো পদক্ষেপ। কন্যাশ্রীর বিশ্বসেরার স্বীকৃতি লাভ। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বিনামূল্যে চিকিৎসা। চোখকান একটু খোলা রাখলেই কিন্তু আঁচ পাওয়া যায় গত দশ বছরে কতটা বদলেছে পশ্চিমবঙ্গ। মানবোন্নয়নের সামগ্রিক গ্রাফটা কতটা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। কন্যাশ্রী, সবুজ সাথী থেকে স্বাস্থ্যসাথী। এই ধরনের সব প্রকল্পেই অগ্রাধিকার পেয়েছেন মহিলারা। এর মধ্যে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হচ্ছেই মেয়েদের নামে। তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকছেন পরিবারের বাকিরা। বার্তাটা স্পষ্ট। বহুবার জননেত্রী তা নিজের মুখেও বলেছেন। সংসারের আসল হাল তো ধরে থাকেন মহিলারাই। তাঁরা পারেন রোজগারের অর্থকে সঠিক বিনিয়োগের মাধ্যমে সংসারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটাতে। আর তাই তাঁদের কথা বারবার ভেবেছেন জননেত্রী। আর এই ধরনের পদক্ষেপগুলি আপামর বাংলার মানুষের মনেও এনেছে বিশ্বাস। যাঁকে তাঁরা সিংহাসনে বসিয়েছেন, সেই মানুষটা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে নয়, তাঁদের মেয়ে হিসাবে বিপদে আপদে দাঁড়াবে।

মুখ্যমন্ত্রী পদে ১০ বছর

আশীর্বাদ নিতে দলের প্রবীণ নেতাদের বাড়িতে অভিষেক

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে অন্য রাজ্য জয় করবে তৃণমূল

জাগো বাংলা প্রতিনিধি : গুরুদায়িত্ব নিয়ে প্রথম দিনই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝিয়ে দিলেন বড় ইনিংস খেলতে এসেছেন তিনি। সম্প্রতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একের পর এক প্রশ্নবাণ সামলেছেন। তাতে এটা পরিষ্কার যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরবর্তী প্রজন্ম প্রস্তুত।

সর্বভারতীয় রাজনীতির দিকে যে তৃণমূল পা বাড়াতে চলেছে তা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন অভিষেক। তৃণমূলের লক্ষ্য পরিষ্কার করে দিয়েছেন। এর মধ্যেই বলে দিয়েছেন, দলে কোনও সেকেন্ড ম্যান নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর তিনিও আর সকলের মতোই একজন কর্মী। তাঁর কথায়, "সেকেন্ড ম্যান, থার্ড ম্যান বলে এ দলে কেউ হয় না। এটা ভুল। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর সেকেন্ড ম্যান যদি কেউ হয় তবে তা দলের কর্মীরা। এটা আমি জনসমক্ষে আগেও বলেছি যে আমরা সকলেই কর্মী। আমি যুব সভাপতি হিসেবে কাজ করেছি। তার আগে অন্য সংগঠনে কাজ করেছি।"

বিরোধী দল থেকে এর মধ্যেও তাঁর বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা অপপ্রচার ছড়ানোর কাজ চলছে। এমনকী, বাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে বাইরে গিয়ে কাজ করতেও অনেক সমস্যার মধ্যে পড়তে হবে বলে ভয় দেখাচ্ছে বিজেপি। তারও জবাব দিয়েছেন অভিষেক।

এরপরই একে একেবারে জাতীয় রাজনীতি নিয়ে মুখ খুলেছেন। বিভিন্ন রাজ্যে ইউনিট খুলে সেখানে রাজনীতি হবে। তা নিয়ে অভিষেক বলেছেন, "আমরা যে রাজ্যগুলিতে ইউনিট খুলব, সেখানে দু চারটে বিধায়ক জয়ের জন্য বা ভোট শতাংশ বাড়ানোর জন্য খুলব না। গোটা রাজ্য জয়ের জন্য খুলব।" সেক্ষেত্রে কোন রাজ্যে আগে নজর থাকবে? অভিষেক বলেছেন, "এক মাসের মধ্যে কংক্রিট প্ল্যান করে সব জানিয়ে দেওয়া হবে। কোন কোন রাজ্যে যাব সেটা পরিকল্পনা করেই বলব।" যে রাজ্যে যাবেন সেখানে কি আবিজেপি জোট করে লড়াই হবে? পরিণত রাজনীতিকের জবাব, "যে রাজ্যে যাব সেখানকার রাজনৈতিক সমীকরণ, জনবিন্যাসের চিত্র দেখে তবে সিদ্ধান্ত হবে।"

অভিষেক একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে এবারের লড়াই ছিল একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে। বলেছেন, "এবারের ভোট শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম বিজেপির লড়াই ছিল না। ছিল বাংলার মানুষ বনাম একনায়কতন্ত্রের লড়াই। সেখানে বাংলার মানুষের জয় হয়েছে।"

তৃণমূলের লক্ষ্য ২০২৪। সেখানে নানা বাধা তৈরির কাজ শুরু করে দিয়েছে সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি। করে অভিষেক পরিষ্কার করে দিয়েছেন দেশের সংবিধান রক্ষার কাজ আগে করতে হবে। তাঁর কথায়, "বিজেপিকে হারানো আমার লক্ষ্য নয়। আমাদের লক্ষ্য দেশকে বাঁচানো। দেশের সংবিধান রক্ষা করা।"

এই পর্বের মধ্যেই দলের সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের থেকে পরামর্শ নেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন অভিষেক। জাতীয় রাজনীতিতে যা অত্যন্ত কার্যকর। প্রথমদিন গিয়েছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় আর আরেক সিনিয়র মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে। পরদিন যান দলের লোকসভার নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। আর তার পরদিন আরেক সাংসদ প্রফেসর সৌগত রায়ের দুয়ারে যান তিনি। দলের সাংগঠনিক নানা ইস্যুতে কথা হয়েছে বলে জানান প্রত্যেকে। এ ছাড়া দল আগামী দিনে জাতীয় স্তরে কীভাবে কাজ করবে তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

ভারতবর্ষের মূল ভাবধারা ও চেতনা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের জন্য

পশ্চিমবঙ্গের মা-মাটি-মানুষকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নেত্রী একজনই
মমতা
দল একটাই
তৃণমূল
প্রতীক একটাই
ঘাসফুল

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৬০। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 60. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**